টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক

ডিজাইনের

= বিয়ের =

কার্ড

পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৯শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৭৮ ইং 14th July 1971 | ৯ম সংখ্যা

সাগরদীঘি এলাকায় ১২ মিনিটে ৩টি বন্দুক ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা

সাগরদীঘি, ১২ই জুলাই – গত ১১ই জুলাই সন্ধ্যা ৫-১৮ মিঃ সময় ২৫।৩০ জন সশস্ত্র যুবক সাগরদীঘি থানার বোথারা গ্রামে প্রবেশ করে শ্রীশম্ভুনাথ দত্ত, শ্রীহরিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅনন্তকুমার দত্তের গৃহে প্রবেশ করে জোরপূর্ব্বক বন্দুক, পিস্তল, ছোরা ও বোমার ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে ৩টি বন্দুক ছিনতাই করেছে। দুর্বৃত্তেরা ১২ মিনিটের মধ্যেই তাদের কাজ সিদ্ধ করে চম্পট দেয়। এ ব্যাপারে কেহই হতাহত হয় নি।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, শ্রীশম্ভু দত্ত যখন তাঁর নিজের দোকানে বসেছিলেন তখন সন্ধ্যা ৫-১৮। সে সময় জন পাঁচেক দুর্বৃত্ত শ্রীদত্তের দুই হাত ধরে ফেলে বুকের উপর ছোরা এবং মাথায় পিস্তল উঁচিয়ে থাকে। একজন দোকানের দরজায় বন্দুক উঁচিয়ে বাহিরে পাহারা দেয়। দোতালায় বন্দুক আছে বলায় শ্রীদত্তকে ঐ অবস্থায় ধরাধরি করে উপরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কার্তুজসমেত তাঁর বন্দুকটি ছিনিয়ে নেয়। এদিকে ওদের মধ্যে কতকজন শ্রীহরিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বাড়ীতে ঢুকে সেখান থেকে বন্দুক ও কার্তুজ নিয়ে নেয়। প্রত্যেকের বাড়ীতে ঢোকার সময় দুর্বৃত্তদের হাতে বন্দুক, ছোরা, বোমা প্রভৃতি ছিল। তাদের ভয়ে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বন্দুক দিতে বাধ্য হয়। সন্ধ্যা ৭॥০ টায় থানায় ঘটনা জানান হলে পর দিন সরেজমিনে তদন্ত হয়। এস-ডি-পি-ও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ডি-আই-বি তদন্ত করছেন।

অস্ত্রাঘাতের ও একটা বুলেটবিদ্ধ হওয়ার চিহ্ন দেখা যায় বলে খবরে প্রকাশ। এই সম্পর্কে এ পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নি।

শেষ সংবাদ

১৪ই জুলাই বুধবার সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে রঘুনাথগঞ্জ শহরের অনতিদূরে সুজাপুর গ্রামের মহম্মদ শাহ্ জামাল, কাশেম আহম্মদ ও আজিজুর রহমানের তিনটি বন্দুক ছিনতাই হয়। দুষ্কৃতকারীরা ঘটনাস্থলে কোন প্রকার হাঙ্গামা বা অশান্তিকর ব্যবহার করে নাই বলিয়া প্রকাশ।

খুন

গত ১১ই জুলাই সন্ধ্যায় সাগরদীঘি থানার কৈয়ড় গ্রামের পশুপতি সাহা খুন হন। তাঁকে আখের জমিতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর শরীরের কয়েক স্থানে ধারাল

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ সর্বদলীয় বৈঠক ॥

'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যকালে স্বাদেশিকের সভার ক্রিয়াকলাপের এক বর্ণনা দিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে এই সভা স্থাপিত হয়। সভার অনুষ্ঠান হইত কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়ীতে। সভার সব অনুষ্ঠান ছিল রহস্যে ঢাকা। তবে গোপনীয়তাই ছিল ভয়ঙ্কর। কবিগুরু বলিয়াছেন, "দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত।" প্রকৃত কাজের কোন সূচী ইহাতে জানা যাইত না। অথচ প্রত্যেক সভ্যেরই একটা ধারণা ছিল যে, একটা ভয়ঙ্কর কিছু করা হইতেছে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরাজ সরকারের ইহাতে ভীত হইবার কোন কারণ ছিল না বলিয়াই কবিগুরু বলিয়াছেন "... ফোর্ট উইলিয়মের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।"

গত বুধবার পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থার জন্য শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আহ্বানে রাজ্যের ১৮টি রাজনৈতিক দলের যে বৈঠক হইয়াছে, তাহা এই ঘটনাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। পশ্চিমবঙ্গের ক্রমাবনতির পরিস্থিতিতে সকল দলই চিন্তিত; রাজ্যব্যাপী খুনজখম অবিলম্বে বন্ধ করা চাই। সর্বদলীয় এই উপলব্ধিতে সকলের রোমহর্ষণ হইয়াছিল। প্রত্যেকেই বুঝিলেন, একটা কাজের কাজ হইতেছে। জনগণও সম্ভবতঃ সেদিন বিরাট উৎকণ্ঠা লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু জিঘাংসু প্রবৃত্তি ইহাতে বিন্দুমাত্র টলিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিনা। কেন না, তিন ঘণ্টার এই বৈঠক মুমূর্ষু বাঙ্গালীকে কোন সঞ্জীবনীমন্ত্র শোনাইতে পারে নাই। তর্কবিতর্ক, 'খেয়োখেয়ি' হইয়াছে। কে দোষী, কেন দোষী—এই সব প্রশ্নে মূলবিষয়ের উপর 'ধোঁয়াশা'-র সৃষ্টি হইয়াছে। এই ধোঁয়াশা আরও ঘনীভূত হইবে যেহেতু স্থির হয় যে, প্রত্যেক রাজনৈতিক দল আপন কর্মীদের আচরণবিধি বিষয়ে নিজ নিজ প্রস্তাব লিখিত আকারে বৈঠকের আহ্বায়ক মহাশয়কে জানাইবেন যাহার মূলে পরবর্তীকালে আবার আলোচনা হইবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চল্লিশ জন প্রতিনিধি বৈঠকে যোগ দেন। তবে তিন ঘণ্টার আলোচনায় ফলশ্রুতির অস্পষ্টতা শ্রীরায়ের কথা হইতে বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছেন, "আজকের বৈঠক সন্তোষজনক। আমরা এগিয়েছি এবং সম্ভবতঃ ঠিক পথেই এগিয়েছি। তবে নিশ্চয়ই বিরাট বিশালভাবে এগোতে পারিনি।" আগামী ১৯শে জুলাই দ্বিতীয় পর্য্যায়ে আবার আলোচনা হইবে। অপরাপর ক্ষুদ্র দলগুলিকেও তখন ডাকা হইবে।

রাজ্যের তাবৎ ভুক্তভোগী জনসমাজ সর্বদলীয় বৈঠকের মধ্যে একটা সম্ভাবনাপূর্ণ ইঙ্গিত আশা করিয়াছিলেন যেহেতু ইহার মূল খুঁটি শ্রীসিদ্ধার্থ রায়, ঘুণে খাওয়া শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় নন। আখেরে শুধু মিলিল হতাশা। আগামী ১৯ জুলাই আলোচনা প্রলম্বিত যদি নাও বা হয়, খুনোখুনির তীব্র নিন্দা করার এবং তাহার দ্রুত অবসান ঘটানর সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু মুস্কিল বাধিবে ওই আচরণবিধি দাখিল করার ব্যাপারে। একদলের সূত্র অপর দল বরদাস্ত করিবেন না। আবার তর্কবিতর্ক উঠিবে। 'ওয়াক্ আউট্'? হইতেও পারে। কেন্দ্রীয় নির্দেশে শ্রীরায়কে তখন অন্য পথ ধরিতে হইবে। নৈরাশ্যের কথা যদি কেহ মনে করেন, বলিতে বাধা নাই, পশ্চিমবঙ্গের হাজার রাজনৈতিক পাকা জুয়াড়ীরাই জনমনে এই নৈরাশ্য আনিয়া দিয়াছেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে, এরূপ ক্ষেত্রে দল বাছিয়া ভোট দিলেই হইত। ধানী লঙ্কা প্রত্যেকটিই সমান ঝাল আর, ভোট হইয়াছে বুলেট-বেয়নেটের প্রয়োজনায়, এবং রাজনৈতিক দলের কেষ্টবিষ্টুদের স্থানীয় প্রভাবে। অতঃপর ভিক্ষুকের দল ভোটের ঝুলি লইয়া দুয়ারে দুয়ারে হাজির হইবেন: 'আমরা আপনাদের জন্যেই সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। অমুক দল বেঁকে বসলে কী করতে পারি বলুন?' প্রত্যেক দলই অপর দল সম্বন্ধে বলিয়া চলিবেন, অর্থাৎ সেই একই ধোঁকাবাজি চলিবে, আর ভোটের এলাকাগুলি সুদৃঢ় করিতে নিয়োগ করিবেন বাংলার যুবশক্তিকে প্রয়োজনবোধে সেন্টিমেন্টের সুড়সুড়ি দিয়াও। আপন কোলে ঝোল টানার প্রবৃত্তিই দেশের অবস্থাকে এমন সুদুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে। অন্নবস্ত্র বা নিরাপত্তা—কিছুর জন্যই তথাকথিত বাঘা বাঘা নেতৃবৃন্দের ভাবনা নাই; আর আজ তাঁহাদের খেয়ালের খেলায় প্রাণ দিতেছেন অগণিত কিশোর যুবক, ভাবের ঘোরে থাকিয়া এই বিরাট শক্তির অপচয় কতদিন আর চলিবে?

সর্বদলী বৈঠকের পরিণতি কি, নেতারাই জানেন। কিন্তু দৈনন্দিন হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিতে প্রশাসন দপ্তরের গুরুদায়িত্ব যতটা আছে, রাজনৈতিক দলগুলিরও তাহার চেয়ে কম ত নয়ই, বরং বেশী। পশ্চিমবঙ্গের তীব্র সমস্যাগুলির আশু প্রতিবিধান দরকার। এই সব বন্ধ্যা বৈঠকে শুধুমাত্র উত্তেজনার আগুন পোহানই চলে, প্রকৃতপক্ষে লাভের অঙ্কে শূন্য থাকে। সারা রাজ্যে অশান্তির মোকাবিলায় প্রশাসন দপ্তর ও নেতাদের নূতন ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করিতে থাকিব।

১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবসে সমাবেশ

* দমন, সন্ত্রাস ও হত্যাভিযান বন্ধ, ধৃত কর্মীদের মুক্তি, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, কালাকানুন বাতিল, সি-আর-পি, মিলিটারি প্রত্যাহার ও গণতান্ত্রিক অধিকারের পুনঃ প্রতিষ্ঠা * করভার, মূল্যবৃদ্ধি, ওয়েজফ্রীজ, উৎপাদনের সঙ্গে বেতনবৃদ্ধি সংযুক্তিকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাপক অর্থ-নৈতিক আক্রমণ বন্ধ, ও মূল্যবৃদ্ধির পূর্ণ ক্ষতিপূরণ বন্ধ কলকারখানা খোলা ও শ্রম সংকোচনকারী ব্যবস্থাবলীকে অবৈধ ঘোষণা, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসান * বেকারী দূরীকরণ ও বেকারভাতা প্রদান * বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি, অস্ত্রসহ সর্বপ্রকার সাহায্য ও শরণার্থী সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান প্রভৃতি দাবীর ভিত্তিতে গত ১২ই জুলাই বিকাল ৫॥০ টায় পুরাতন হাসপাতাল প্রাঙ্গণে শ্রীমানস রায় ও শ্রীহরিলাল দাসের আহ্বানে স্থানীয় ১২ই জুলাই কমিটির

গুণেও অতুলনীয়
খরচও কম।

"লক্ষ্মী মার্কা" সুষমদানা সার
প্রত্যেক চাষীভাইয়ের কাছে
এক অতিপরিচিত নাম।

সারা বাংলাদেশের চাষী ভাইয়ের মুখে কেবল একই কথা লক্ষ্মীমার্কা সার—কিন্তু কেন? কারণ, লক্ষ্মীমার্কা সার মানেই সুষমদানা সার। তা "জ্যোতি" (৮:৮:৮) হোক বা "সর্ব্বপ্রিয়" (১২:১২:১২)। কম খরচে ফসলে পর্য্যাপ্ত ফলন দিতে এর জুড়ি মেলা ভার।

সার কেনার সময় চাষীভাই ভেজালের ভয় করছেন? দানা আকারে বলে লক্ষ্মীমার্কা সারে ভেজালের কোন ভয় নেই। যে ভয়টা হয় বাজারে বিক্রিত **গুড়ো মিশ্র সার** কেনার সময়। খরচের সাশ্রয় হয় অনেকাংশে। ৫০ কেজি "সর্ব্বপ্রিয়" গুণের দিক্ থেকে ৭৫ কেজি "জ্যোতির" সমান। অথচ ৫০ কেজি "সর্ব্বপ্রিয়" এর দাম ৪০ টাকা এবং ৭৫ কেজি "জ্যোতি" এর দাম ৪৫ টাকা। তাই সমপরিমাণ উপাদান দিয়েও "সর্ব্বপ্রিয়" থেকে বস্তা প্রতি ৫ টাকা সাশ্রয় করতে পারেন।

ভেবে শুনে সার কিনুন, ভেজালের হাত থেকে রেহাই পেতে লক্ষ্মীমার্কা সুষমদানা সারের উপর নির্ভর করুন।

বিঃ দ্রঃ—ন্যায্য মূল্যে ইউরিয়া, পটাশ ও সুপার ফস্‌ফেট পাওয়া যায়।

দি ফস্‌ফেট কোং লিঃ
১৪, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা-১।
ফোনঃ ২২-৬৮৬১ ও ২২-০৭৭১/৩

১২ই জুলাই এর প্রতিষ্ঠা দিবস

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

সদস্যদের এক সমাবেশ হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থায়ী সভাপতি শিক্ষক শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়। শিক্ষক সংস্থার পক্ষ হইতে শ্রীজগদিন্দু সান্যাল বলেন যে, প্রতিক্রিয়াশীলেরা এই কমিটির ঐক্যে যে আঘাত হানিতেছে তাহাকে বানচাল করিবার জন্য কর্মচারী-শিক্ষক-শ্রমিকদিগকে সুসংহত হইয়া 'সংগ্রামের একটি প্রবল জোয়ার' আনিতে হইবে। সরকারী কর্ম্মচারী সংস্থার পক্ষ হইতে শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য স্থানীয় কমিটির সাংগঠনিক দুর্বলতার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সমস্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এই কমিটি সঠিক নেতৃত্ব দিয়াছে। তাই আগামী আন্দোলনকে তীব্র করিয়া তুলিতে সকলের দৃঢ় ঐক্যের প্রয়োজন। যুগ্ম-আহ্বায়ক শ্রীমানস রায় বলেন, 'আমাদের মধ্য-বিত্তসুলভ মানসিকতা কাটিয়ে সংগ্রামকে জোরদার করতে হবে'

সভাপতির ভাষণ শেষে একটি মিছিল বাহির হয়। উপস্থিতির সংখ্যা আশানুরূপ হয় নি।

চোরাই মালসহ ধৃত

গত ১১ই জুলাই বেলা ১টা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ সদর গাড়ী ঘাটে শান্তিলাল জৈন ও নওসাদ সেখ নামে দু'জন ব্যক্তি গরুর গাড়ী যোগে ৬ থেকে ৭ কুইন্টাল চোরাই তামা, পিতল, কাঁসা ও এ্যালুমিনিয়ামের বাসন নিয়ে যাবার সময় ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের কয়েকজন কর্মী কর্ত্তৃক ধৃত হয়। তাদের বমাল থানায় নিয়ে আসা হয় ও গাড়োয়ান সমেত তাদের তিনজনকে গ্রেপ্তার করে হাজতে আটক করা হয়। পরে তারা জামিনে খালাস পায়।

আবশ্যক

প্রস্তাবিত শ্রীকান্তবাটী পি, এস, এস, হাই স্কুলের জন্য করণিক (অভিজ্ঞ), একজন সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট (অভিজ্ঞ), একজন বি-এ-ট্রেণ্ড শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং ডেপুটেশন ভ্যাক্যান্সীতে একজন বি-এ ও একজন বি-এস সি আবশ্যক। ২৪শে জুলাই, ১৯৭১ মধ্যে সেক্রেটারী বরাবর দরখাস্ত করিতে হইবে।

গ্রাম গোপালনগর, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ
জেলা মুর্শিদাবাদ

॥ সলিল-তর্পণ ॥

—হরিলাল দাস

যে ছিল প্রাপ্ত সম্মান আর অর্জিত প্রতিষ্ঠার চেয়ে অনেক বড়ো, আমি তার কথা বলছি। জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয় যাকে সস্নেহে গুণীসম্বর্দ্ধনা দিয়েছিল, সঙ্গীতশিল্পে কৃতিত্বে স্মারক রজত-তানপুরা পেয়েছিল যে সেই সলিল ভৌমিকের কথা।

তার আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ পেলাম। সংবাদ পেলাম তার তীব্র রোগযন্ত্রণার। রোগ যেন তার জীবনতন্ত্রীতে ঘন ঘন মিড়ের মোচড় দিয়ে সুরসুন্দর প্রাণটুকু বাহির করে নিল। চিকিৎসকেরা বলেছেন — সে রোগ কোটিতে একজনেরও দেখা যায় না। সুকণ্ঠ সলিলের কণ্ঠনালী ছিদ্র করে শ্বাস চলার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল এমনই কঠিন-ক্বচিৎ রোগ এসেছিল তার মৃত্যুদূত হয়ে।

তরঙ্গে ভেসে আসা প্রফুল্ল কমল যেন সে। উনিশ শ' সাতচল্লিশ/আটচল্লিশ সালের কথা। তখন সে কৃশ কিশোর। কিন্তু বেশ দৌড়াতে পারত, খেলাধুলাতেও মজবুত। সাঁতারের কত কায়দা তার আয়ত্তে ছিল। আর সুন্দর গাইত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা করত সে।

অভিজাত রুচির স্নিগ্ধ দ্যুতি দেখেছি তার মধ্যে। সরস্বতী পূজার মণ্ডপ সজ্জা থেকে প্রসাধন-

—পর পৃষ্ঠায় দেখুন

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

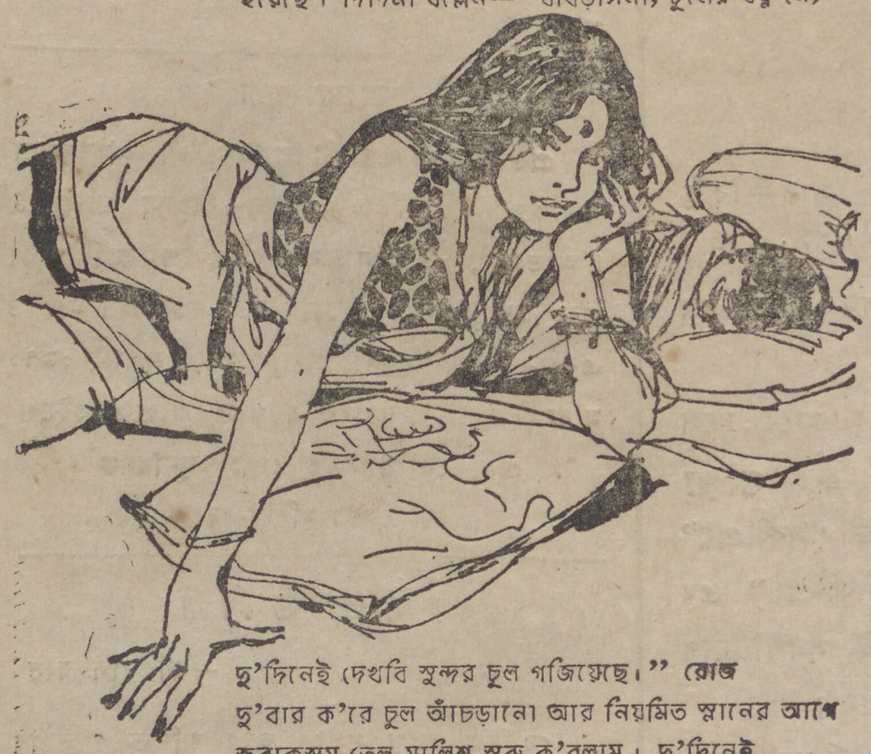

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-868

সলিল-তর্পণ

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

বিপনন বিপণী সজ্জাতে এবং বন্ধুদের সাথে আলাপ থেকে বয়স্কদের সাথে আলোচনাতে দেখেছি সেই রুচির শোভন প্রকাশ।

রুজির জন্য রোজগার। গানের ট্যুইশন থেকে মনোহারী দোকান —সবই করতে হয়েছে তাকে। তবু তার জীবনমরুর ওয়েসিস ছিল সঙ্গীত। বিঘ্নসঙ্কুল সে সাধনায় যাতে ছেদ না পড়ে এই ছিল তার কাম্য। তার পর একটা চাকরী পেয়ে গেল; চলে গেল দমদমে।

যখন সে এখান থেকে যায় তখন অনেক নিভৃত সন্ধ্যার সঙ্গীতসিক্ত মুহূর্তগুলি মনের কোণে রণিত হয়েছিল। তবু সান্ত্বনা ছিল—তার উদরান্নের ভাবনা প্রশমিত হবে, সে একতানমনে সঙ্গীত সাধনা করতে পাবে।

তারপর ভাগীরথী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। সলিল প্রায় বিদেশী হয়ে এসেছে। ইদানীং সে সংসারীও হয়েছিল। এমন সময় এল তার শেষ সংবাদ। এই দুঃসংবাদ জঙ্গিপুরের অবচেতনে হঠাৎ আঘাত দিয়ে জানিয়ে গেল—আমরা আমাদের সলিলকে হারালাম। মধ্য লয়ে এসে গান ভঙ্গ হল!

চিঠিপত্র

অপপ্রচারের প্রতিবাদ

মহাশয়, আপনার জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকার ১৫ই আষাঢ় বুধবার তারিখে "এরা কী নকশাল" শিরোনামা বিশিষ্ট প্রকাশিত সংবাদটি সম্পূর্ণরূপে সত্যের অপলাপ। আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তিগণ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করি। আমরা শ্রীশম্ভুনাথ দত্ত মহাশয়ের দোকানে তখন উপস্থিত। উল্লিখিত শ্রীদুর্গা কুনাই শম্ভুবাবুর নিকট তাঁহার বাড়ীতে খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। সে এবং তাহার পরিবার কিছুদিন ধরিয়া অনাহারে আছে। তাহাদিগকে

—পার্শ্বের কলমে নীচে দেখুন

খাওয়ানোর জন্য সে দত্ত মহাশয়ের কাছে বার বার প্রার্থনা করে। দত্ত মহাশয় তাঁহার বাড়ীতে লোকাভাব রান্নাবান্না করার অসুবিধা এই কথা বলিয়া তিনি তাহাকে কিছু চাল ও পয়সা দিয়া বিদায় করেন। ইহা প্রকৃত ঘটনা। এখানে কোন পার্টি বা সমাজ বিরোধিতা বা কোন নকশাল পন্থীর নামগন্ধও নাই। শ্রীদত্ত মহাশয় স্বাভাবিক উদারতার বশে যে সহানুভূতি দেখাইলেন তাহার এই বিকৃত ব্যাখ্যা বিস্ময়কর ও দুরভিসন্ধিমূলক। এই প্রসংগে প্রকাশ থাকে যে সদাশয় দত্ত মহাশয় দরিদ্র, দুঃস্থদের এইরূপ মাঝে মাঝে সাহায্য করিয়া থাকেন। অনুসন্ধানে এইরূপ বহু প্রমাণাদি পাওয়া যাইবে। সত্যের বিকৃতি বিশেষ করিয়া বর্ত্তমানে এই ডামাডোলের বাজারে মারাত্মক অন্যায় তো বটেই, অপরাধ বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। নিবেদন ইতি ৯ই জুলাই ১৯৭১ সাল।

শ্রীশম্ভুনাথ দত্ত, শ্রীদেবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতপেশচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রশান্ত-কুমার চক্রবর্ত্তী সর্ব্ব সাং বোথারা

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার